ছাগলের খামারের জন্য বছরব্যাপী ডিপিং কর্মসূচীঃ-

কার্যক্রম	প্রয়োগের সময় ও পদ্ধতি	মাত্রা/ডোজ
ডিপিং	প্রতিমাসে ১ বার করে; পানির সাথে ম্যালাথিওন/ডায়াজিনন মিশিয়ে উক্ত দ্রবণে ছাগলকে গোসল করানো	ম্যালাথিয়নঃ ০.৫% (প্রতি ২০০ লিটার পানিতে হিলথিয়ন/ম্যালাট্যাফে ৫৭ ইসি ১ লিটার মিশাতে হবে অর্থাৎ ১০০ মিলি বোতলের ১ বোতল ২০ লিটার পানিতে মিশাতে হবে) ডায়াজিননঃ ০.০১-০.০২% (প্রতি ১১৪ লিটার পানিতে ডিজিনল ৬০ ইসি ১২৫ মি.লি বোতল হতে ২৫ থেকে ৫০ মি.লি মেশাতে হবে।)

ডিপিং এর ক্ষেত্রে সতর্কতা

১) ডিপিং এর জন্য উজ্জ্বল, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন (খুব বেশি গরম বা খুব শীতলও নয় এমন দিন) বাছাই করতে হবে

২) ডিপিং এর পূর্বে ছাগলকে ভাল করে পানি পান করিয়ে নিতে হবে। ছাগল ক্ষুধার্ত বা তৃষ্ণার্ত থাকা অবস্থায় ডিপিং করানো যাবে না

৩) জবাইয়ের পূর্বে ছাগলকে ডিপিং করানো থেকে বিরত থাকতে হবে

৪) ছাগলের স্বাস্থ্য খুব খারাপ থাকলে ডিপিং করানো যাবে না

৫) ছাগলের শরীরে কোনো ঘা বা ক্ষত থাকলে ডিপিং করা যাবে না

৭) গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে ডিপিং এড়িয়ে চলতে হবে

৮) ডিপিং করার পর বিষের বোতল যেখানে সেখানে না ফেলে ভালোভাবে অপসারণ করতে হবে

উপসংহার

বর্তমানে প্রাণিসম্পদ একটি শিল্প যা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ছাগল পালন তার মধ্যে অন্যতম। রোগবালাই মুক্ত উৎকৃষ্ট ছাগল খামার গঠনে নিয়মিত ডিওয়ার্মিং, ডিপিং কর্মসূচী বেশ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের প্রত্যাশা

রচনায়

ডা. সোনিয়া আক্তার, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ

ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ

সম্পাদনায়

ড. ছাদেক আহমেদ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক
ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প

বিএলআরআই প্রকাশনা নং-৩২৩
প্রথম সংস্করণ: ২৫০০ কপি
প্রকাশকাল : অক্টোবর, ২০২১

প্রকাশনায়

প্রকল্প পরিচালক, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১।
ই-মেইল : sadek.ahmed@blri.gov.bd, ফোন: +৮৮০২২২৪৪২৬০৪৬
ওয়েবসাইট : www.blri.gov.bd

বিএলআরআই কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ছাগল খামারে ডিওয়ার্মিং এবং ডিপিং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

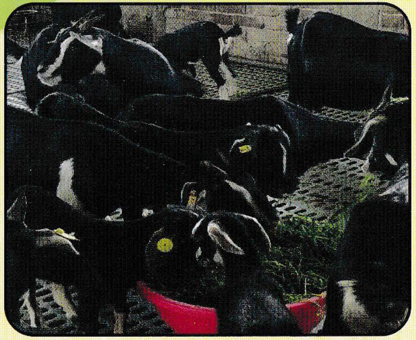

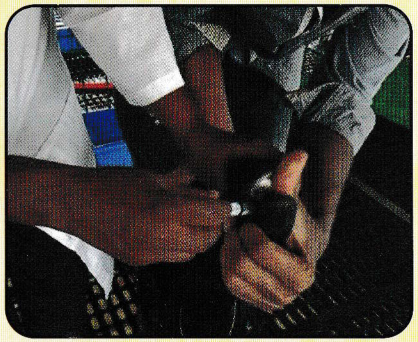

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১

ভূমিকাঃ

ছাগল পালন বর্তমানে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২৬.৬ মিলিয়ন ছাগল রয়েছে। খামারে রোগবালাই মুক্ত স্বাস্থ্যবান ছাগল পাওয়ার জন্য কিছু স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মেনে চলতে হয়। যার মধ্যে ছাগলের ডিওয়ার্মিং, (কৃমিনাশক প্রদান) ও ডিপিং (গোসল করানো) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ছাগল খামার থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে হলে নিয়মিত ডিওয়ার্মিং ও ডিপিং এর কোন বিকল্প নেই। রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। কারন রোগাক্রান্ত প্রাণীকে চিকিৎসা করার দ্বারা সময় শ্রম ও অর্থের অপচয় হয়। সেজন্য খামারিদের উচিৎ বছরব্যাপী ডিওয়ার্মিং ও ডিপিং কর্মসূচী সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন করা

ডিওয়ার্মিং কী?

'ওয়ার্ম' মানে হল 'কৃমি'। ডিওয়ার্মিং মানে হল প্রাণীকে কৃমিমুক্ত করা। কৃমি দমনের উদ্দেশ্যে প্রাণীকে এনথেলমিনটিকস (কৃমিনাশক ঔষধ) দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সময়ে ঔষুধ প্রয়োগ করা অথবা খাওয়ানোকে ডিওয়ার্মিং বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, নির্দিষ্ট ঔষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে কৃমি মুক্ত করাকে ডিওয়ার্মিং বলা হয়

কৃমিতে আক্রান্ত হলে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়

- ঘন ঘন পাতলা পায়খানা
- কৃমির কারণে ক্লান্তি, দুর্বলতা বা ক্ষুধা
- পেটে ব্যথা ও ওজন কমে যায়
- মলের মাধ্যমে রক্ত যেতে পারে ফলে রক্তস্বল্পতা দেখা যায়
- পানিশূন্যতা দেখা যায় ফলে মৃত্যুও হতে পারে

ডিওয়ার্মিং এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

- কৃমি সাধারনত নির্দিষ্ট প্রাণী দেহের রক্ত খায়। প্রাণীর গৃহীত পুষ্টির মধ্যে ভাগ বসায় এছাড়া পরোক্ষ ভাবে এসব পরজীবী বিভিন্ন পরিপাকযোগ্য খনিজ শুষে নেয়। এর ফলে প্রাণীর স্বাস্থ্য ও উৎপাদন ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পায়
- কৃমিতে আক্রান্ত ছাগল দুর্বল হয়ে পরে ফলে অন্যান্য ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া সহজে প্রাণীকে আক্রান্ত করে ও রোগ সৃষ্টি করে
- কৃমিতে আক্রান্ত ছাগল বিভিন্ন চারণভূমিকে সংক্রমিত করে ফলে অন্যান্য ছাগলও এতে আক্রান্ত হয়ে পরে

উল্লিখিত সমস্যাগুলো দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ছাগলকে নিয়মিতভাবে ডিওয়ার্মিং বা কৃমিনাশক প্রদান করা প্রয়োজন

ছাগল খামারের জন্য বছরব্যাপী ডিওয়ার্মিং

৩ মাস পর পর বছরে চার বার। বিশেষ করে বর্ষা এবং শীতের আগে। চামড়ার নিচে বা মুখে খাওয়াতে হবে

ছাগল খামারের জন্য কিছু কৃমির ওষুধ এর নাম, মাত্রা ও প্রয়োগের স্থান

কৃমিনাশকের নাম	মাত্রা	প্রয়োগের স্থান
হেলমেক্স/এন্ডকিল	১ টি ট্যাবলেট/ ৪১-৭৫ কেজি দৈহিক ওজন	মুখে খাওয়াতে হবে
* এলটি- ভেট	১ টি ট্যাবলেট/ ৪১-৭৫ কেজি দৈহিক ওজন	মুখে খাওয়াতে হবে
* রেনাডেক্স	১ টি ট্যাবলেট/ ৪১-৭৫ কেজি দৈহিক ওজন	মুখে খাওয়াতে হবে
* এন্ডেক্স	১ টি ট্যাবলেট/ ৪১-৭৫ কেজি দৈহিক ওজন	মুখে খাওয়াতে হবে
লিভানিড	১ টি ট্যাবলেট/ ১০০-১৫০ কেজি দৈহিক ওজন	মুখে খাওয়াতে হবে
* ভারমিক	১ মিলি/ ৫০ কেজি দৈহিক ওজন	চামড়ার নিচে
* নাইট্রোনেক্স	১.৫ মিলি/ ৫০ কেজি দৈহিক ওজন	চামড়ার নিচে

* চিহ্নিত ঔষধ গুলো গর্ভাবস্থায় খাওয়ানো যায়।

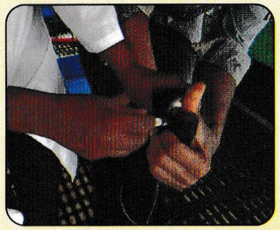

চিত্র: ছাগলের কৃমিনাশক ঔষধ মুখে খাওয়ানো (ডিওয়ার্মিং)

ডিওয়ার্মিং এর ক্ষেত্রে সতর্কতা

গর্ভবতী প্রাণীতে গর্ভপাত ঘটায় এরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকতে হবে

ডিপিং

ডিপিং মানে ডুবিয়ে ওঠানো বা চোবানো। প্রাণীকে নির্দিষ্ট সময়ে বিষমিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল করানোকে ডিপিং বলে

ডিপিং এর উদ্দেশ্য

১) ছাগলের বহিঃস্থ পরজীবী (উকুন, আঠালী, মাইট) নির্মূল করা
২) শরীরের ত্বকে ছত্রাকের আক্রমণ উপশম করা
৩) মেইঞ্জ নামক চর্মরোগ প্রতিকার করা
৪) চুলের আগা থেকে ময়লা, আবর্জনা ও গোবর সরানো
৫) শরীরের লোম ও ত্বক উজ্জ্বল ও চকচকে করার জন্য

ডিপিং এর প্রকার

১) **হাতে গোসলঃ** এই ধরনের ডিপিং এ সাধারনত কংক্রিটের তৈরি চৌবাচ্চা ব্যবহার করা হয়। এতে এক এক করে ছাগলকে ডুবিয়ে এক মিনিটের মত রেখে মাথা ও কান ভাল করে চুবিয়ে উঠানো হয়

২) **সাঁতরে গোসলঃ** এই ধরনের ডিপিং এ ছাগল সাধারনত এক প্রান্ত থেকে সাঁতরে অন্য প্রান্তে উঠে। এতে বিষ মিশ্রিত পানি থাকে। এটি সাধারণত উপরের দিকে ১২ ফুট দীর্ঘ ও ২ ফুট প্রশস্থ এবং নিচে ৬ ফুট লম্বা ও এক থেকে দুই ফুট প্রশস্থ হয়